শ্রী \ মুজিব ইরম

শ্রী

মুজিব ইরম

শালুক

শ্রী
মুজিব ইরম

প্রচ্ছদ
অরূপ অনন্ত

প্রকাশকাল
বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
শালুক
obaedakash@yahoo.co.in
৫০ আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা।

©
শিপা সুলতানা

মূল্য
৫০ টাকা।

E-mail : mujiberom@hotmail.com

ড. সফিউদ্দীন আহমদ
শ্রীচরণেষু

সূচিশ্রী

রান্না ৯-১৭ \ কাজা ১৮ \ শ্রী ১৯-২৪ \ জিকির ২৫ \ শ্রী রাগ ২৬ \ কীর্তন ২৭ \ পইতা ২৮ \ দয়া ২৯ \ পুরোহিত ৩০ \ শ্রীমালা ৩১ \ কুঞ্জলীলা ৩২ \ গজল ৩৩ \ মায়ামৃত্তিকা ৩৪ \ তর্পণ ৩৫ \ তীর্থশিলা ৩৬ \ ফকিরালী ৩৭ \ নৈরামনি ৩৮ \ নি ৩৯ \ নমস্তেষু ৪১ \ শ্রীধরা ১লা রূপ ৪১ \ শ্রীধরা ২রা রূপ ৪২ \ শ্রীনয়নেষু ৪৩ \ শ্রীরাইনগর ৪৪ \ শ্রীপুর ৪৫ \ স্বরূপ ৪৬ \ মিনতি ৪৭ \ বাথান ৪৮ \ শ্রীচরিতামৃত ৪৯-৫৬ \ তেজারতি ৫৭ \ বাঁশবন ৫৮ \ মনলিপি ৫৯ \ ধুনকর ৬০ \ শ্রীমন্ত সামন্ত সাবুল প্রিয়জনেষু ৬১ \ রাখাল ৬২ \ শ্লোক ৬৩ \ ধনুর্বেদ ৬৪ \ শ্রীহট্ট ৬৫ \ শব্দ ৬৬-৮৮ \

রান্না

কাঁঠালের তরকারি তুমি বুঝি রাঁধো!

ডেফলের চোকা স্বাদে একটা বয়স এসে থেমে যায়
কলার থোড়ের মাঝে আরেক জীবন...
নালিয়া শাকের টানে বয়স আর বাড়লো না এখনো!

তুমি রাঁধো
তোমার রান্নার পাশে এ-জীবন অর্থময় হোক।

২

মিশিয়ে কাঁঠালবিচি রাঁধো আজ লতা আর হিদইল——টানটান ঝোলে
মানকচু এই হাতে আনাজি হয়েছে...

নইলার হাওরে যদি ফের যাই আলোয়া শিকারে
যদি যাই বিজলা গাঙ্গে ঘাসীয়ারা নাওয়ে করে
উড়াল জালে তুলে আনতে জ্যোৎস্নার ঝিলিক...
তুমি কি ফজরে উঠে কালিয়ারা মাছের সোয়াদ বাতাসে ছড়াবে?

নাগামরিচের ঘ্রাণে, দড়াটানা-মাছ-স্বাদে বহুকাল আটকা পড়ে আছি!

৩

কতোদিন মনু-জলে মাছেদের উড়াল দেখি না
মনে বড়ো বাদলা নেমেছে...

তুলে আনো ঘি শাক, ফরাসের বিচি...
নি-ভাতে বিরান করো পাঙ্গাশের পেটি, বোয়ালের কুর...
রাঁধো পাবদার সুরু, ইলিশের নিল্লা সালন...
উরির বিচির সাথে কড়ই ভাতের খয়েরি আয়েস...

এই মন-বাদলার দিনে
এমন রান্নার কাছে নতজানু হয়ে জীবনের মুগ্ধতা বাড়াই!

৪

তুমি মাখাইয়া রান্না করো চেলাপাতা মাছের সালন
জীবনে সন্তুষ্টি আনে...
গোয়ালগাদ্দা উরির ঝোলে তুমি কি দিয়েছো ঢেলে মায়ার নিমক?
তোমার হাতে চুকাইপাতা টেঙ্গা হলে
এ-জনম মুখসুন্দরী বিলের মতো ফর্সা করে আফালি বাতাস...

তুমি দেবী
তোমার হাতের ভুনা খেয়ে এ-জীবন স্বপ্নরাঙ্গা করি।

৫

তুমি দিও তেজপাতা, কমলার শুকনো বাকল
ডিমাল মাছের ঝোলে বাটা-সরিষার ঝাঁঝ, বাড়তি মরিচ
যদি হয় পুকুরের হলহলা মখামাছ—দিও তাতে বিলাতি বাখরপাতা
আমড়ার বউল হলে বাউশের ডিম...
কৈশাকের মাঝে দিও জিওল মাছের সুগন্ধি বাগার
মুকির সিরায় আরো মিশিও কাঁঠালবিচি, কাঙলার হিদইল...
হৈলফার টেঙ্গা যদি মন না-জোগায়
দিও তবে রাঙ্গাডুগির তরকারিতে বেলকইর স্বাদ...
পুদিনা পাতার দিনে কী আর ভাবনা এতো ফোটাতে সুবাস?
চুকাইপাতার সিরা যদি রেখে দেই
হাতকড়ার সুবাস যেনো তোমার ছোঁয়ায় জীবন দেখায়...
এমন রাঁধুনি হইও—দিও তুমি তৃপ্তিভরা সন্তানের মুখ।

৬

বানিও মরিচা গুড়ের চা একদিন শ্রাবণের মেঘলা সকালে
এই জন্মে আমি বড়ো পিয়াসী রয়েছি...
তোমার হাতের ফিকা চা'য়
লবঙ্গ-এলাচ-ঘ্রাণ ভোর নিয়ে এলে
আমি তবে জীবনের রঙ খুঁজে নেবো...
একদিন সাধ হলে বানিও ইক্ষু-রসের ক্ষির মাঘের সকালে
শীতে ভিজে এই জন্মে ক্লান্ত হয়ে আছি
কোনো এক পৌষি ভোরে—
ফুলে-ওঠা চৈ পিঠার পেটে তুমি নারিকেলের উষ্ণতা দিও
—আমাকে বাঁধিও তুমি সপ্তরাঙ্গা জলে...

৭

তোমার আঁচলে লাগা হলুদের দাগ, মসলার ঘ্রাণ...
যতনে মুছিয়ে দাও কর্দমাক্ত পাপের শরীর
কমলার বনে ঘুরেছো কি দিনভর?
তবে কাচা কমলার রসে মেখে দাও উন্নিগরম ভাত
—আমার এখনো কেনো জ্বর সারে না?
কাগজী লেবুর বনে ছায়া পড়ে থাকে
রান্নাঘরে কী এমন টান, ভরা-রোদে রাঙ্গা হয় চৈলতা-আচার
তোমার গতরে জাগে রসুনের তেজ, পেঁয়াজের ঝাঁঝ
কেটে দাও জলডুপ আনারস, সুগন্ধী আরাম
—আমার এখনো কেনো জ্বর সারে না?

৮

এই অনন্তের পাকঘরে রান্না করো তুমি চিংড়ির রেজালা
চালকুমড়ার মোরব্বা যখন বিস্বাদ ঠেকে—
বির্তুমের খাট্টা এনে শুশ্রূষা মাখিও...
আমার হয়েছে যতো বদনজরের রোগ
মানুষ হত্যার দিনে আমিও হয়েছি হত
টেঙ্গি-দা'য় লেগে আছে মাংসের দাগ—
আমার শিশুরা কাঁদে
তুমি মৃত পৃথিবীর তরে রান্না করো জালি-কুমড়ার ভাজি
নিরাময়ের ঔষধি সুরু, নি-চাউলের জাউ...
অমন অরুচি তুমি তাড়াও হে দেবী, বর মাগি এই মানবহত্যার দিনে
—আমার সন্তান যেনো থাকে মিশে পদে...

৯

তোমার ধাইরে ধরে বারমাস্যা পোকরা মরিচ
নিজহাতে লাগিয়েছো তুমি...
তৈরি করো যতো আজ হাবালুবা রাতের খাবার
জীবনের রসনা বাড়ায়...
ঘরের ছামানাগুলো পরিপাটি করে রাখো
ফর্সা করো ত্বকের গেওইর...
অবসরে গাঁথো তুমি সম্পর্কের সেতু, মায়ার হাকম
—আমার কি আর ফকির হওয়া সাজে!

কাজা

কেনো এতো ধক করে ওঠে বুক
কেনো এতো মন শূন্য হয়
না-পেলে তোমার ডাক ফজর-জোহর...

তোমাকে ডাকি না ভোরে
চেয়ে দেখি রোদে ভিজে আছি
কেনো যে ডাকার ক্ষণ কাজা করে বেদনা বাড়াই...

দুপুরে পাহাড় ডাকে
চেয়ে দেখি ভেড়া শাবকের দল পান করে ঝর্নার পতন
তার রূপে কাজা হয় আখেরী দুপুর...

সন্ধ্যা সে-তো মায়াময়
সভুলে বেভুলে দেখি সন্ধ্যা কাতরতা
আগরাতে জেগে নিদ্রা যাই
মধ্যরাতে খুঁজে দেখি করেছি কসুর...
কাজায় কাজায় আজ মন ভারি করি

তোমাকে ভজনা করি—এই ফুরসত কি আর মিলিবে না, হায়!

শ্রী

শ্রীচরণে স্পর্শ দিও যদি দেখা পাই
মনে ছিলো ধূলি হবো
বাঞ্ছা করি মনে মনে কার্য আমার নাই গো...
করি খালি আলাজালা
আসমানে বাঁধিয়া নৌকা
ভাটি-দেশে যাইবো বলে শুকনায় লগি বাই গো...
মনে ছিলো মীন হবো
জলে মিশে লাই খেলাবো
ডুব মারিয়া আঁধার-বিলে রজনী গোহাই গো...
মুজিব ইরম শ্রীরূপ ধরে বন্ধুরে তোকায়
নিজগৃহে জোছনা রাখি জগতে বিছরায়
কে বলিবে বন্ধুর মোকাম আমার গৃহে নাই গো...

২

শ্রীরূপ ধরে থাকো তুমি
          হাত বাড়াইলে নাই
নিশাকালে ভোরের জিকির কোন ফজিলত পাই!
হুজরাখানা পড়ে থাকে
          দিনদুপুরে খালি
মোরাকাবায় চাঁদনী উধাও, মুর্শিদী-বাতেনী।

বন্ধু আমার গৃহমাঝে গৃহরূপে থাকে
তুমিই আমার আশিক-মাশুক——বুক উচাটন থামে...

৩

আগরধূপ ও গোলাপজলে পন্থধারা ধুয়ে দিয়ে
পাকপাঞ্জাতন বন্দি করে যদি ডাকি
ও আমার নির্ধনিয়ার ধন...
পাঁচটি মোমের বাতি হয়ে আসবায় নি গো তুমি?

আমার মুর্শিদ-ফকির নাই
আমার ঈমান-আমল নাই
তোমার শ্রীতনুতে সিজদা হয়ে মৃদঙ্গ রাঙ্গাই।

নাই ক্ষমতা ফানাফিল্লা হবো
মেঘ-আন্দারি রাতে
পাঞ্জাতনের আসর বসাই তোমার চরণ ছোঁবো।

৪

বন্ধু কোথায় থাকে গো
চল গো সখি বন্ধুরে তোকাই...

দিবানিশি খুঁজি তারে
বন্ধু আমার আসে না রে
বন্ধুর লাগি হইলাম পাগল বন্ধুরে না পাই গো...

মনের মাঝে ওঠে যে ঢেউ
তাই কি সেটা বুঝে না রে
অধম ইরম হইলা গৃহবাসী বন্ধুরে বিছরাই গো...

৫

এই ঘোর নিদানে তোমার ঘরে আমার বসতি
তুমি আমারে তরাও—
আমি গীতে আন্ধা
ভাবে বান্ধা
যাইবো বলে তোমার মনে অন্যের মনে থাকি
ধরবো বলে অধরধরা তোমার দয়া যাচি…
তুমি ঘরেই থাকো
কূল বিনাশো
তোমার শ্লোক রচবো বলে গলদ ডেকে আনি
এই বাদলা দিনে আমার চোখে তোমার মুরতি
তুমি দিক বাতাইয়া দেও…

৬

তোমাকে চিনেছি সখা
নিজকে চিনি নাই
তবু—
অধীন মোকামে থাকি নিজ অধিকারে…

বহুকাল মুরিদানী যাচনা করেছি
এ জিকির-ভাঙ্গা রাতে আমাকে মুরিদ করে নাও…

নির্জন মাজারে থাকি ঘুমের খাদেম
নেকির উছিলা করে নিদ্রায় পাহারা দেই নিজের কবর…

যদি দাও
মুর্শিদী গানের রেশ
বাতেনী পরশ
এই সিনাসিক্ত রাতে কথা হবে হাড়ে-হাড়ে সিনায়-সিনায়…

রাখিও স্মরণ
—তোমাকে ভজনা করে হাড় কাঁপে ঘৃত-অগ্নি-জলে…

জিকির

মৃদঙ্গ-মন্দিরা-খোল ধ্বনি-নৃত্য করে তোলে রাত্রি-জাগরণ...
ক্রমান্বয়ে ডর ভাঙ্গে—
অনন্ত কম্পন মাঝে তোমাকে গন্তব্য করি
ওগো, মোহন মন্দিরে তুমি সারিন্দা বাজাও...

কেনো যে এতোটা ডাকি জিকির-দরদে
হৃদভাণ্ড উজাড় করেছি বহুদিনমান—তবুও মিলে না রূপ, গৃহের স্বরূপ...
আমাকে ক্রন্দন করো—
বেজে বেজে আমি যেনো রাত্রি-বিদীর্ণ দরুদ হয়ে উঠি...

শ্রী রাগ

এমন সায়ংকালে বাঁধিয়াছো তুমি শ্রী রাগ স্তব্ধতা...
আমাকে উজাড় করো—
স্ফুরিত তানের মোহে ফানা হয়ে থাকি...
আরাত্রিক তাপে কলিজা চৌচির করে নেমেছে গমক
গিটকিরী ভুলে আর কি হবো না সমর্পিত আরাধ্য-বেলায়?
প্রত্যহ জপেছি—
তোমার নামের মাঝে বাজুক কম্পন
এমন আহ্নিক-কালে পুনর্বার সাষ্টাঙ্গে মিনতি—
আমাকে তোমার এসরাজের ছিঁড়ে-যাওয়া তারের কম্পিত কান্না করে নাও।

কীর্তন

রাত্রি ফানা করে কণ্ঠে তুলি কাতর কীর্তন
ধরো—
আখড়া কাঁপুক তাপে তীক্ষ্ণ আলিঙ্গনে...
অনেক রাতের দেনা
আখড় জুড়েছি টানে
হয়েছি আখড়াধারী ইচ্ছা-বেদনায়...
আজ কীর্তনের রাতে
—আমাকে তোমার দেহে শরিক বানাও।

পইতা

আর তো জানি না কিছু
পইতা পরেছি গলে তোমার নামের...
নিষণ্ন হৃদয়ে তুমি মদিরা জাগাও।
এমন রাতের তেজ
নিদ্রা ঢালি শরীর সমান...
জযমানী করে হয়েছি ফতুর
নিশুতি মন্দিরে তবু অর্ঘ্য হয়ে থাকি
আমার হয়েছে নেকি কণ্ঠে তুলে তোমার ভজন
এই লগ্ন শুভ ক্ষণে কাতর বাহুতে তুমি তিলক পরাও।

দয়া

তোমার বাজারে হবো বৈদগ্ধ বণিক
নগরে নগরে হাঁটি—বন্দর বিদূর
তুমি বিনে কে আমাকে পন্থে তুলে নেবে?

কতো না মায়ায় ইজারা করেছি মাঠ, ঘাসের প্রভাত
এ-মাঠ নিলাম হলে
কে নেবে মহালদারী চন্দন কাঠের?

যদি দয়া করো—
এইবার ডাক হেঁকে তোমার চরণ পথে বিলাবো তনাই।

পুরোহিত

যদি তওফিক মিলে—
হবো পুরোহিত তোমার দিলের।
শালবনে গহন মঠের মতো বিচলিত থাকি
আমাকে বাউলা করে সংসার-দেউড়ি আজো অচেনা রেখেছো...
ভিক্ষু বালকের মতো ধ্যান-শান্ত দিনে অনেক দিয়েছো ঢেলে চুম্বন-প্রসাদ
তবু মনের ব্যারাম কেনো আজো গেলো না?

শ্রীমালা

এ কোন মালা পরেছি গলায়
নিশি শুধু ভোর হয় সকাল-সকাল...
তুমি কি শ্রীপুরে থাকো?
তুমি কি বাহানা করে ধরে আছো জলের সুরত?
মনে হয় কুঞ্জে আছো
দিলে জানে তোমার মুরতি
এতোই দিয়েছো টান, সুরের খাতির
এমন রাতের বেলা কেমনে শুধাবো আজ পড়ে থাক হাতের কাঁকন
আমি কি বলিনি তবে তুমি গেলে হাতের মন্দিরা-ঢোল ধুলায় লুঠায়?

কুঞ্জলীলা

আর কি দু’দিলা থাকি?
একদিলে কেবলি ডাকি—যে থাকো মায়ায়...

তে কেনে বিচারিলাম ত্রিভুবন-অপার!

বিনামূল্যে বিকি বলে—মনে ভক্তি রয়
কালিয়া চরণে সঁপি আমার প্রণয়।

গজল

মুদ্রণ উছিলা করে যদি রচি—হয় যেনো বাতিল গজল।
পদ্যের ক্বারি ও মৌলানা-হাফিজ—
যন্ত্রের দাসত্ব ভুলে তাদের কর্ণকুহরে পশে যেনো এ-পদের গায়েবী আওয়াজ!
মুদ্রণ-বন্দেগী নিয়ে কী করে পদের দিন বাঁচে?
তোমাকে উছিলা করে—
এই কবিয়াল গাবে আজ বেহেস্তী-বন্দিশ
তুমিও ধরিবে সুর—
গায়েবী কণ্ঠের তান বিছাবে ঝলক—পূর্ণ হবে আত্মার আরশ।
এ-নাত তোমাকে ঘিরে, হে প্রাণেশ্বরী, পর্দা তোলো—
এ-জলসা জেহের কা পেয়ালা হোক—নৃত্যরসে পান করি রাত্রির সরাব।
গীত হোক, শুধু গীত হোক—
আজ এই পূর্ণতিথি-রাতে—কণ্ঠ ছেঁড়া বুলন্দ-আয়াত...

মায়ামৃত্তিকা

একবার পরে এসো কনকতারা শাড়ি
দিলেতে বারিষা নামে—
গা'বো দোঁহে মালজোড়া গানের পরশ...
এমন ছোবল হানো—মধ্যঘোরে—জাগুক অন্তর ফুঁড়ে সহসা সঙ্গীত!
দেহেতে উঠুক বিষ—ঊর্ধ্বমুখী—নামুক সিনায়...
মোহন রজনী ঝড়—মুদ্রায় মৃত্তিকা কাঁপে—মায়াময়—অধমের চৌচির হালত!

তারপর পরো শাড়ি—
অযুতে-নিযুতে নাম মায়ামৃত্তিকায়...
গোকুলে নামুক গীত—চাইর প্রহর রাত্রি শেষে ফণা তোলো মোহন মুদ্রায়।

তর্পণ

ফুটেছি দ্বিতীয় পক্ষে আশ্চর্য আদর
কী আর হয়েছে ক্ষতি
এ-কপালে লেগে থাক চন্দনের দাগ
তর্পণে কেটেছে বেলা
তাই বুঝি তুমি এলে দ্বিতীয় তরফে ফোটা আশ্চর্য কুসুম!

অনন্ত মহিমা তুমি—আগলে রাখো অধমেরে সংসার-ছায়ায়...

তীর্থশিলা

এই ক্রন্দনরত বালকের বেশে আমাকে পরাও তুমি ধূপের আস্তিন।
মাঝবেলা ধুয়ে আনি দেহ-তনু-মন
তবে কি প্রস্তুত রাখি তুলে নিতে ঘুমের বসন?

সবই-তো করেছি দেনা
দিবাঘোরে মন—
এই ভিক্ষু বালকের বেশে আমাকে পরাও তুমি দয়ার দহন।

ফকিরালী

ফিকিরী করি না আর
দিনভর করি শুধু তোমার ফকিরী...

তোমার ওরশে আমি গলে-পড়া মোমের রোদন, আগরের ছাই
প্রলাপে-বিলাপে যদি হই কভু বেহুইন-বেঁহুশ
মাতম তুলিও দিলে শীতে-কাঁপা মাঘের মেলায়—
নইলে পসিনা হইও কীর্তনের রাতে...

সেই তো দিয়েছো বর, ধ্যানের সবক—
অস্থির-অধীর মন হয় যেনো স্থির...
আমিও হয়েছি দেখো তোমার উছিলা করে বেশরা ফকির।

নৈরামনী

শবর বালক বেশে অরণ্যে বসতি
এ-নামে কলঙ্ক রবে—যদি না যতনে রাখি বুকের ভিতর!

এমন জাতক আমি
দীঘল দীঘির পাড়ে বান্ধিয়াছি ঘর
তুমি কি পরো নি বালা গুঞ্জার মালা, নাকের বেশর?

তোমার ছায়াতে মিশে ছায়া হয়ে যাই
—নৈরামনী বুকে লইয়া আমিও কি রাত্রি পোহাই?

নি

চারপাশে এতো এতো সুর—কালারে, দেখ না এসে কেমনে দিন কাটাই!

চাইর প্রহর রাত্রি তুমি বেঁধেছিলে বাহুর সীমায়
কী করে আবারো গাই—বন্ধু আইলায় না রে...

রাইয়াপুরে বেটে দিলে শরমিন্দা মাছের সালন
গুলডুপায় আজো কি তাই ফিরে ফিরে আসি?

বড়শিজোড়া নাইওরি হলে—
আমার জননী যারা—তারাও কি ছৈয়া নৌকায় নিয়ে আসেন ভাটির বিলাপ?

নমস্তেষু

নমি এই দূরত্বের ডাক, এই চরণ যুগল
সঁপেছি সকল গান—কণ্ঠে তুলে নিও...

এই মন বিছিয়ে দিয়েছি জলে, স্থলভূমে, অন্তরীক্ষে—অধীর-অস্থির
তবু কি দেবে না দেখা?
কষ্ট হলে পদতলে বুক পেতে দেবো...

যদি আজ ফেরাও নজর
বাউল বিবাগী হবো
ত্যাজিবো সকল মান পীরমুর্শিদী গানে—ভিন্ন যদি বাসরে বন্ধু মরিবো পরাণে...

শ্রীধরা

১লা রূপ

শ্রীধরা নগরে থাকো, শ্রীধরা নগরে
মনে লয় দেখিতে যাইতাম বন্ধু কী করে...
সয়াল ও সংসার রে বন্ধু—দিলে লজ্জা রয়
পুরাও মনের বাঞ্ছা যদি মায়া হয়...
তিয়াস বাড়িছে মনে, তিয়াস বাড়িছে
তুমি দেখা দাও নি বলে ঘর যে বাহিরময়...
ধুকপুকানি বাড়ে দিলে, ধুকপুকানি বাড়ে
তুমি যদি নজর ফিরাও দুনিয়া নয়ছয়...
তুমি তাপী, আমি পাপী—মনে গুমড় রয়
ইরম যদি হইগো বেজার কাঁদিবে নিশ্চয়...

শ্রীধরা

২রা রূপ

মনের মাঝে মন হইয়াছে পর
পাগলা ইরম জানের ঘর
আমার বন্ধু থাকইন শ্রীধরা নগর...

বন্ধু থাকইন ঘরর মাঝে
আমি থাকি নানা কাজে
মন ভজেছে আলাজালায় শত্রু ও শহর...

আওরে বন্ধু
বওরে পাশে জুড়াই তাপিত প্রাণ
না-আসিলে—
আওলি আমার মলিন অইবো, দিল অইবো ধড়ফড়।

শ্রীনয়নেষু

যদি বন্ধে বাসে ভিন গো সখি, বন্ধে বাসে ভিন
তার শ্রীনয়নে হইবো বারি এই দীনহীন...

তুমি ভালা
তুমি কালা
তুমি মায়াময়
তুমি বিনে জগত আমার হইবো অপচয়...

মীন হয়ে যাই
জলে ভাসি
হও যদি গো জল
আমার দীর্ণ মনে অহর্নিশি বইছে সন্তরণ...

অধীন ইরম তোমার তরেই পদ্য করে ঋণ
তুমি হইও কথার রেণু মান হইলে রঙ্গিন...

শ্রীরাইনগর

শ্রীপাড়ায় না-ঘুরে আমি ঘুরি অপাড়ায়
আমার স্বভাব ভালা নায়...

স্বভাব দোষে হইলাম মাঝি
পার করিলাম কতো পাজি
অকুলিয়ার কুল গো তুমি পার করিতে পরাণ চায়...

শ্রীরাই নগর বন্ধুর মোকাম—মনের ভিতর জাগে
আতাড়ে-পাতাড়ে গেলাম
বুজুংবাজুং সবি দিলাম
শুধু আড়বাঁশিতে উজাড় করে সুরের কদর দিলাম না—
মনে দুঃখ রয়ে যায়—আমি মানু ভালা নায়...

শ্রীপুর

শ্রীপুরের বাজারে সদায় কতো সওদা বিকে
আমি নি বিকাইমু তোমার রাঙ্গা ওই চরণে রে?

দিলের গুমান তুমি জানো
আমার খবর আমি নি রাখি, কইতাম তোমারে?

যেদিন হতে এই না কৃপা যাছি
আমি কি আর অঘর ছেড়ে ঘরের শোভায় মজি?

স্বরূপ

ঘর বান্ধিয়া বন্ধুর ঘরে—আমার ইরম থাকইন শ্রীনন্দের নগরে...

আমার নাই গো মাজার, অযুত হাজার
তুমি থাইকো দিলে—তোমার তরে ঘরের মাঝে পিরাকী বিরাজে...

শ্রীটিলায় বান্ধিয়া মাচাং বন্ধুর রূপটি মনমহাজন দিবানিশি জুরে
তবু কেনো প্রাণবন্ধুয়া বেজার হয়ে থাকে?

কান্দে ইরম—প্রাণনাথ বন্ধুরে, আজও কেনো ভয়ে কাঁপি ভিন্নতারই ডরে?

মিনতি

সকলি ত্যাগিছি শুধু মন ত্যাগিতে পারি না
কলঙ্কে মজেছে তনু সাফ করিতে জানি না...

হও যদি মোর গুণনিধি
জন্মের মতো করো বিধি
জান থাকিতে মাটির তনাই মলিন হইতে দিও না...

হাতে নিয়া মোহনবাঁশি
হইলাম বুঝি জগত দোষী
ইরমে কয়—বাড়লো বয়স মিছামিছি, মন্দ তুমি নিও না...

বাথান

ডুবেছিলাম জলের উদ্ভিদ
গায়ে দিয়ে ক্লেদজ গেওইর
পেদইল সরিয়ে দেখি আজো আছি সন্তরণপ্রিয় মাছ...

একবার বাথানে ছিলাম
বেশদিন রাখালি করেছি সদ্য জাগা ঘাস
আমাকে আত্মীয় করে বিজলা গাঙ্গে উঠে নি কি চৈত্রমাসী চাঁদ?

যে-ডিঙ্গি কাটিয়ে গেলো পাশ
সে কি জানে—ডিসির খতিয়ানে আজো চরিয়ে বেড়াই অলৌকিক রাত!

শ্রীচরিতামৃত

মতুচ্ছার বিলে সন্ধ্যা ঘন হলে
মিশ্রপাড়ায় জাগে শাশুড়ি-ননদ
জটিলা-কুটিলা তারা—আজও কি আমাকে দেখে আড়ে আড়ে চায়?

দাদাই-টিলায় মাতুয়া গাছের ছায়া
আমাকে নিমগ্ন করে
নিমাই নিমাই ডাকে...

মহাপ্রভুর মন্দিরে আজও রাতপাখি বিজ্বালা বাড়ায়...

এ কোন কান্নার রোল
কে ডাকে পেছন ফোঁড়ে—ইরম দাঁড়ারে, দেখিবো তোমারে...

২

বিলের বসতি নিয়ে ঈমান এনেছি প্রভু জলমগ্নতায়
আমাকে করিও ক্ষমা—
হয় যদি কোথাও গলদ
পাখিরাঙ্গা মাছ জেনে না-ভাসাইও স্থলে...

দরবেশ-ফকির যারা—বাস করে জঙ্গল-টিলায়
আমি কেনো শিখে নেই সূত্র-সন্তরণ?

আজ—মনের নিদান বাড়ে দেখে দেখে তমাল-তন্ময়!

৩

বাইক্কা বিলের পাখি জানে—
শুকনো টনার টানে আজও আমি পানসি ভাসাই...
কৈলাস টিলায় নিদ্রা নিবারণ করি
ঝাওয়া পাথর হয়ে পাহারা দেই পীরশূন্য গুহা, নিজের কবর...
পাতাড়ি গোপাটে আজও সন্ধ্যা নামে
লেখাবিলে সুর ধরে ভেল জালের মাঝি—
হাইল হাওরে বোরো ধানের জালা হয়ে ফুটে থাকি বিনাশী কাদায়।

এমনি মনের টান—
লক্ষ্মী-লেদায় আঁকি সদ্য সিদা সিঁথি
—তবু কেনো পথের ধারে পড়ে থাকি কুয়া-ভেজা আমনের হিজা?

৪

পানিখাওরি পাখির পালক পড়ে থাকি ঝিলে

বেশকাল ডুবেছিলাম সদ্যজলে শ্যাওলা জমা সুবোধ খেচইর...

হিংরাই বিলে আমি কি বাই নি পলো?

ভেটফুলে বসে আছি অন্ধ ফড়িং

একদা আমি কি তবে জার্মনী পানার ঝোপে হরালির ডাক হয়েছিলাম?

৫

দলছুট মাছ থাকি পাতকিরা বনে
বনজ গন্ধরা আসে আমার শরীরে

এতো বড় বিল
এতো এতো ঘনিয়া মাছের বাস
তারা-তো সুগন্ধী মাখে
আমি কেনো বাস করি জলজ শুভায়?

৬

যদি লিখে রাখো—ইহাই বেদনা গীতি, আদি ও আসল

খরাতপ্ত দিনে এ-মন বেতাল করে কণ্ঠ নামে দূরে
নুয়ে নামা ছায়া হয়ে গাছের মহিমা ধরি...

কেনো যে চাইছি হতে
অর্ধ-ভাঙ্গা মন্দিরের পাশে বাঁক-নেওয়া ভূমির বেদনা...

এতো এতো বিলাপধ্বনি কেনো রে আজ তাড়া করে ফেরে!

৭

কেনো তুমি পড়ে আছো পরের মান্দারুকায়?

রাধানগর থাকলে পড়ে
থইয়া নালিহুরী
বুধবারী বাজারে কি পাবে নিজ মিথেশ্বরী?

নন্দিপুরে বসত করে
তার নামে রোজ নিজেই স্মরণ হলে
কেনো তবে গিয়েছিলে বুদ্ধিমন্ত পুরে?

পরের কথায় সাধুহাটি বিস্মরণে যায়
তুমি কি ফাউরি লাইছো—এমন কলঙ্কধ্বনি বাতাসে বেড়ায়?

৮

তবে কি গো মাই ফুটাতে পারবো না আর শুকনা ডালের ফুল!

কেনো যে পাঠিয়েছিলে পঞ্চবটী বনে!
পথে পথে কাঁটা
গলাওর পানি
মাড়িয়ে এসেছি বহুদূর রাত
দরজা খোলো গো মাই—তোমার নাদান পুত্র কান্না করে আজ।
দরবেশ হতে যাই নি জঙ্গলে
ভিড়েছি ডাকাত দলে
তপস্যা হবে না আর
তস্করের হাটে কে আর সন্ন্যাসী মানে?

দরজা কেনো খুলে না গো মাই মাথা ঠোকে শব্দ ডেকে ডেকে!

তেজারতি

ধরেছো হাটের নাম দেনার বিন্যাসে—
মহাজনী অনেক করেছো
এবার খরিদ করো পঞ্চগলির পরিত্যক্ত স্বর
বারংবার ইজা লিখে খাতার গতর ফিকে হয়ে আসে...
ফড়িয়া স্বভাবে
আড়তে-আড়তে কতো খরচ হয়েছে মন
আজ বিনিদ্র বাজারে পাইকারেরা বসিয়েছে হাট...
গদিতে কিসের ডাক
ভাটিতে দিয়েছে টান মহাজনী নাও
—কে আর হবে না রাজি
খুচরা ক্রেতার নামে বাকির খাতায় আজ ধূলি পড়ে থাক?

বাঁশবন

বাঁশবনে এ কিসের নৃত্য?
খলি-খলি বাঁশ, পাতার কবর—কেবলি কাতর করে কঞ্চিফুল।
এ-বাতাস চেনাজানা
তবু নুয়ে এলে ভূমির সিনায় তাকে বড়ো সমীহ জানাই।
সুচালো ডেগার বিদ্ধ করে জালি—
মৃত-প্রায় বাঁশবল্লি আহাজারী হলে
বরুয়া-বাখাল-মুলি মির্তিঙ্গা-করুল অন্ধবালিকা বেশে রুহ দীর্ণ করে
প্রত্যহ হাওয়ায় প্রাণের কবর ভিজে রোদন মুদ্রায়।

মনলিপি

বাদলে ঝরেছে দিন
কাদাভিজা কাউফল হয়ে পড়ে আছি পথের কিনারে...

আজ দিন বুরা লাগে
লাঘব হয়েছে যতো মুদ্রণের ভার...

তোমারে ভাবনা করি
হে ফল, অনন্তে বাহিত হও কায়ার অক্ষরে...

পড়ে আছি বুবিফল পিষ্ঠ হওয়া রথের চাকায়...

ধুনকর

অনেক করেছি চাষ—
পানিফল তবু আজ বিলমগ্ন করে...
এ-তনু দিয়েছি দান—
লোহাবিদ্ধ আগরের গাছ মনে ধরে...

হয়ে মুদ্রানত ধুনকর—শিমুল তুলার দেহ বাতাসে ওড়াই।

শ্রীমন্ত

সামন্ত সাবুল প্রিয়জনেষু

অন্তর বিদীর্ণ করে কে তবে হয়েছে মান, ঈশ্বর সমান?
শ্রীফল ধরেছে যতো, ঝরেছে ততোই—
এমন অবেলা রোদে ধূলিসিক্ত পাতার শরীর।
সেই কবে—
শ্রীপঞ্চমী রাতে বজরা ভেসেছে বিলে—কপালের দোষে।
আজ কাঠকলে সমাহিত ঋণ
কারে খোঁজো রাত্রিদিন?
তেজপাতা বন ভালোবেসে
—শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে যার, তাকে শুধু কবি বলে ডাকি।

রাখাল

হয়েছি দেখার বিলে হাঁসের রাখাল...
সারিবদ্ধ ঢেউযাত্রা আমাকে সঙ্গিন করে হাওরে হারায়।
আরো যারা চারণজলায় এলো পালবাঁধা টেপিহাঁস নিয়ে
মেঘ দেখে ফিরে গেলো তারা—
নৌকা আরোহণে...
আমি কি বেসেছি ভালো আফালি বাতাস?

আমার হাঁসেরা চরে যূথবদ্ধ জলে মৌন পাহারায়।

শ্লোক

সঙ্গ দিও শ্বাস—
বন্ধন-বিধুর মন অকাতরে ভিক্ষা মাগে আজ...
দিও ইন্ধন বিনাশ—
পরে যেনো জন্মান্ধ সহিস বিজুরী-মোহন সাজ...

মৃত্যুকে বিমুক্ত করে কবর বানাই
তিলে তিলে ভাণ্ড রচি দেহবীজ শ্রীকাষ্ঠে পোড়াই।

ধনুর্বেদ

যারা ছিলো ধনুর্বিদ্যাবিদ—শাস্ত্র রচেছে তারা...
এই যুদ্ধদিনে তীরবিদ্ধ মন—
কোন বেদনাহত ছিলার টানে আদিকাব্য রচি?
বালির গভীরে কাঁদে শিশুর পরাণ...
শস্যবংশে জন্ম তাই লাঠির বেদনা বুঝে বোধিবৃক্ষ মাগি।
এতো তীর, এতো উপাসক
—আর কি হবে না যজ্ঞ, মানব প্রণাম?

শ্রীহট্ট

বিশ্বাসে ভেঙ্গেছে ইট, দালানের বুক
গহীন জঙ্গলে তবু পাতাগুলো বুক পেঁতে দেয়...
আমি কি ছিলাম বাবা পাত্র-শিশু?
এ-মাটিতে অধর্ম হয়েছে যতো নরহত্যা-দিনে—আমি তার কী বুঝি!
পরাজিত শিশু আমি—তাকেই-তো পীর মানি, লুকিয়ে রেখেছে যতো বনের শিরিষ
তোমার দয়ায়
শ্রীহট্টে নেমেছে শান্তি
বনকড়ইয়ের ছায়ায় আমার অধর্ম নিয়ে আমি বেড়ে ওঠি।

শব্দ

চারদিকে এতো এতো বাহারি গুমান—
বসন্ত বাহারে আজ নিঁদ নাহি আসে...

মোহমুগ্ধ দিনে—
এ-দিলেও জিন্দা ছিলো সমীহ সমান
আজ স্বরূপে-অরূপে দেখি প্রশ্ন বিঁধে রয়

মগ্ন থাকি লীন হবো
ডাক দিলে কেনো তবে পরাণ কাঁপে না?

২

এ-চৈতি গমকে আজ বয়স ঘনায়
ডাকো—
রাত্রি ঘন হোক আরো
এ-মন সেতার হলে আমি কি ইরম রাগে তোমাকেই কণ্ঠে তুলে নেই?
রাঙ্গিয়েছো মন কতো না দিবস
আজ বাগেশ্রী দোয়ায়
ডাকিবো তোমায়
যতো না পুষেছি মনে লোকলজ্জা ভয়
একবার বাড়ালে হাত তবে কি আর তোমার দিকে অন্ধ হয়ে থাকি?

৩

এমন রহম হও—
তিসি-রঙ্গে মন রাঙ্গিয়ে দাও...

কেনো আজ আড়াল করেছো এই দয়ার সরদ
একবার বেজে ওঠো—এখনো কি কান্না রাগে হইনি রোদন?

এবার ফতুর করো
ধুলায় মিশিয়ে দাও—সমর্পিত হই...

তোমার আপন হয়েছি গো—আমাকে কি বয়েত করিতে আর মন চাহে না?

৪

আমার মন তোমার মনে রাঙ্গা হয়েছে...
এ কোন উছিলা করে মোকাম টিলায় রাত সাধি অন্ধ ফকির?

দয়া করো—
এ-রূপ আমাকে আজ রেজিল করেছে
তোমার দয়ালু মনে এ-জীবন খরচ করিবো।

সাধন-ভজন-ডাক কণ্ঠে তুলে রাখি
কেনো তুমি একবার ভুলে যাওয়া নাম ধরে গজল শোনালে না?

৫

এতো শব্দ কোথা থেকে আসে!

আমার প্রেয়সী ছুঁয়ে শুদ্ধ করেছো গো—তবু কেনো সাধন হবে না?

ভুসুকু পা রচে গেলে এমত জবান
সন্ধ্যাভাষায় কি আর পুনরায় স্তোত্র রচে যাবো?

কোথাও মিলে নি বলে
লুই পাদ আহাজারি রচে গেলে ভূর্জপত্রে নেমে আসে প্রভুর মোকাম!

মিলে না মিলে না বুঝি তোমার দিদার—কেনো তবে এই নামে স্তোত্র রচে যাই?

৬

বেছইন হয়ে থাকি
—কে যে বাতাইয়া দেবে তোমার ঠিকানা?

কতো না ভজনা করি
জপে জপে শুদ্ধ করি মন
—তবু কেনো পাবো না হদিস, রূপ দরিশন?

এমনি মজেছি গুণে
অযথা সকল কিছু তুচ্ছ জ্ঞান করি
—তুমি কি আমাকে বুঝে কান্না করো রাত্রি নিরজনে?

মান্য করি—
তুমি-তো আমাতে থাকো
—তবে কি তোমাকে ডেকে কূলনাশা কলঙ্ক হবো না?

৭

আমার বাড়িতে থাকে গাঁওসুন্দরী গাছ
—আমি কি প্রত্যহ আর তার তরে কাতর থাকি না?

সে তো শুধু শূন্য করে
পূর্ণ করে
মগ্ন বরিষণে
এমন দরদী ছায়া—কেবলি আমাকে আজ ঘরমগ্ন করে।

—আমি কেনো ত্যাজিব ঘর, মায়ার আরশ?

৮

আর কি হবে না বাস রঙ্গন-টিলায়?

মাজুল ফকির যারা
তারাও তোমার তরে তুচ্ছ করে লোক-লজ্জা, সংসার প্রণয়...

সকলেরই
তোমাতে লাগিলো মন
আমার কেনো যে লাগিলো না!

আমি-তো তোমারি দেহে বান্ধা পড়ে থাকি—এ-ঘোর কি আর জাগিবে না?

৯

এ-বসন্তে তাকে পেয়েছি গো
গ্রীষ্মে কি এবার দিন কাটিবে ভীষণ ভালো?

কোথা থেকে আসে এই দরদী ইমন—
সন্ধ্যা প্রদীপ বুঝি, ঝড়ে কাঁপা, কান্না করি ভাঙ্গা বেদী মূলে?

বর্ষা এসে সিক্ত করে দেহ
এমন বেহুঁশ থাকি—শরৎ এসেই বুঝি তুমি রঙ্গে রাঙ্গা করে নেবে?

হেমন্তে উছিলা করি—
শীতে কি আবার মনে মনে আমাকেই শুদ্ধ করে বাতাসে ভাসাবে?

১০

অনেক ডেকেছো জানি
নতজানু হইনি কি তাই তোমার ডেরায়?

উজান স্রোতের নাও
গুনটানা রোদ হয়ে বিলিয়ে দিয়েছি কতো রাতের বন্দর।

ভুলে গেছি বহুকাল
কী করে বাঁধতে হয় সুরের রাকাত
তবুও কাতর জলে ধৌত করি নি কি এই পাপিষ্ঠ শরীর?

আমার প্রার্থনা গৃহে বাস করো তুমি আর বনেলা ফড়িং।

১১

তুমি সংসারে আছো
খোদা জানে——এ-মাটিকে কেনো আমি সিক্ত করি রোজ।

জগতে সিজদা রাখি
এ-কাঙ্গাল বুঝি এতো পেয়ে ভুলে গেছে নিজের স্বরূপ!

ভক্ত থাকি
তুমিও আশিক থেকো
পূর্ণস্নানে হাত ধরে পার করো তীর্থ-গিরি-খাদ...

এমন পরশ পেলে কী করে ভুলে থাকি তোয়াফের স্বাদ!

১২

কে যাবে আমায় লইয়া বন্ধুর শ্রীঘাটায়...

জানে সকল পাড়া-পড়শি,
তোমার মাঝে আমি বন্ধি
কোনারাইয়ে আর কি মিলে বন্ধুয়ার স্বরূপ?

পাই যদি অদেখার দেখা
তার কেশে বান্ধিবো মাথা
এ-দেহ কি তার দেহে না-হইবো বিলোপ?

হয়ে শ্রীঘাটারই ধূলি-বালি
বন্ধু বন্ধু বলে ডাকি
—তুমি বিনে কে দেখাবে পঞ্চনদীর রূপ?

১৩

আমারে পাইলো কোন রোগে
কানিশাইলে যাইতে চায় মন, ঝুরতে চায় দিল অঝোরে!

বাস করিলাম জগৎপুরে
লোক নাই সব অলোক থাকে
কেনো এতো ধ্যান করিলাম পড়শি-অপড়শিরে!

মনে হয় শ্রীঘাটায় আছো
কানিশাইলেও থাকতে পারো
আমার মানুষ আর কি এখন এই আঘাটায় মিলে?

কানিশাইলে যাইতে চায় মন, ঝুরতে চায় দিল অঝোরে!

১৪

একদিন তুমিও কি রাঙ্গিয়েছো পা মিশ্রপাড়ায়?

ধুলার বিবাগী যারা
নগরবাসিরা দেখে গৃহ তার সুদূরে পালায়
তুমি কি বিবাগী ছিলে কোনো এক কালে?

দত্তরাইলে বৃষ্টি হয়েছিলো
চৈত্রদিনে জেগেছিলে কাকেশ্বরী ডাকে
আজ তুমিও কি হয়েছো বিলীন রবি-বান্নি-ভিড়ে?

১৫

তোমাকে খুঁজেছি কতো বারকোটে
তুমি কি সেই পিতলের নাও—জোড় মন্দিরের পাশে যে ভেসে থাকে ভোরে?

রনিখাইলে থাকো নি জানি
বসন্তপুরে জিকির ধরেছিলে
মাঝে মাঝে ভ্রম হয়—তবে কি দিয়েছো দেখা পঞ্চখণ্ড দিনে?

সে-বার বানেশ্রী দেখে মনে হলো
—কোথাও মিলো নি আগে এমন বিলাপসিক্ত চোখে...

দিয়েছো ডাক, দাও নি দেখা—এই ঘোরে কাটবে বুঝি রাখালগঞ্জে দিন?

১৬

কেনো ভাঙ্গা ইটে রাঙ্গিয়েছো তোমার চরণ?

একবার পেয়েছি কদর শালেশ্বরে
আরেকবার লক্ষণাবন্দ ডেকেছিলো খুব
তুমি বুঝি অধমেরে পার করে দিলে দোষীবৃক্ষের সাঁকু?

শীলঘাটে রোদ উঠেছিলো
আজও তাতে মন গেঁথে আছি
কালিজুড়ি আমার কি আর যাওয়া হবে না?

১৭

এ-দেহ পাবো না আর পূর্ণভূমি নালিহুরী, গয়া-কাশি, মক্কা-মদিনায়!

পিঠাখাওরির মাঠে অর্ধ জাগা রাত্রি পড়ে থাকি...

ত্রৈলক্ষ-মন্দিরে কি আসবে না আর?
তুমি ছাড়া কে আর এমন শঙ্খধ্বনি দেবে শ্রী প্রভুর টিলায়?

তুলসী-তলায় জেগে থাকি বিনিদ্র গেওইর...

যে তুমি উলুধ্বনি দিলে—
বাদলা-সন্ধ্যায় আমি কি প্রার্থনা হাতে রোদনসিক্ত প্রদীপ হয়ে রই?

১৮

দিন ওঠে শা’নূরের গ্রামে
পঞ্চসখি সনে—
আমারও কি বাস ছিলো বিনাছিরি, কদমহাটায়?

এমন নিদাগ দিনে
সখি সহচরে আমাকে রাখিও পাশে
লাউড়ের পাহাড়ে আজও অগ্নি জ্বেলে রাত্রি জাগা করি!

—আমিও কি পেয়েছি তবে বন্ধু-দরিশন, চাড়াল পাড়ায়?

১৯

এমনি দিয়েছো এনে তৃষ্ণা-নিবারণ...

আমাকে রাইয়ত করো—তোমার পরগনায় হবো আমি ডাকের মানুষ।

উতরালী দাগে হালকায়ে জিকির হবে
পুবালী মওজায় গীত হবে দোয়া ও দরুদ

দেব-সম্পত্তি ভোগে আর তো অনিহা নাই
ভাতের মানুষ হতে বাসনা করি কেবলি তোমার

এই বর্ষামত্ত রাতে ডেকে কি নেবে না তুলে অধমেরে তোমার বজরায়?

২০

এ-পথ কেবলি হয় মান্দারের ডাল
ইজাজত দাও—নইলে এমত দিনে—নিদয়া ভাটির পথে নৌকা আর ভাসিবে না!

প্রাণ বন্ধুয়া আমার
তোমাকে দিয়েছি দান বাইচের নদী
সুজন মেস্তুরি হইও—বানিও এমন নাও—হাওয়া লেগে ওড়ে যেনো সিনাভরা পাল।

মাঝিমাল্লা তুমিই আমার
তোমাকে ভরসা করি—তারতেল রোদে আজ মেখে যাই কাষ্ঠ বিনা পানসি-পাতাম।

না-করিলে তুমি বন্ধু নৃত্য-বাদ্য-গান
এমনি বারিষা মাস—এই হাউসের নাও উজানিয়া স্রোতে আর ঝিলমিল করিবে না!

২১

বহু ডাকে এই নাম মলিন হয়েছে...

বিনিদ্র সুখের নিশি আর কতো প্রভাত হবে গো, বেহুদা-বিফলে?

পড়শি কুটুম যারা—তারাও তো রাখে নি খবর...

আর কতো গাবো রোজ—কালা রে, ঘরে রইতে দিলে না আমায়?

এবার মিনতি রাখো : একবার শুধু নাম ধরে ডাকো—শ্রবণ জুড়াক!

২২

আয়ত্তে রেখেছো যতো কণ্ঠ নিরাময়
আজ এই মধুপূর্ণি-রাতে—সাফ কবালা করাও তুমি অধমের নামে

এ-জীবন বহুদূর ফেলে রাখি ভুলে
আমাকে হালতী করে সুর ধরো
শ্রীপল্লীতে নিদ্রা ভেঙ্গে উঠুক মহিমাধ্বনি মাদল মাতম

তুমি বিনা আর-তো হবে না রেওয়াজ, গলাসাধা, ভোরের ইঙ্গিত!

২৩

ঘনশ্যামে একদিন আমিও বিলীন হবো
আমার কবরে তুমি রুয়ে দিও আখনের ডাল...

দিও প্রথম মাটির ফুল
জ্বালিও পুষ্পের বাতি আন্ধাইর ঘরে...
চল্লিশ কদম হেঁটে গেলে নিকট-স্বজন
তোমার হাতের ডাকে নিদ্রা যেনো ঘুমশূন্য হয়...

এ-জীবনে তোমারে পেয়েছি জানি
আমার হাজমা গোরে সেদিন ছিটিও তুমি খাসারির ডাল!

।। ইতি শ্রী ।।